হাইগ্রোমিটার

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ণায়ক যন্ত্র।

পড়াশোনা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৬ মে ২০১৮ পনেরো

চেষ্টা করো, পাশে আছি

শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধানে পরামর্শ দিলেন শিক্ষক অনিন্দ্য পাল

anindyapaul393@gmail.com

জোরে শব্দ করে পড়লে ভালো, না নিঃশব্দে পড়লে ভালো হয় ?

–অনামিকা বর্মন, দশম শ্রেণি, শীতলকুচি।
–পাপাই কর, নবম শ্রেণি, ইটাহার।

উঃ শিক্ষক মহাশয় কোনো বিষয় বোঝানোর পর বাড়িতে প্রথমবার যখন পড়বে তখন জোরে শব্দ করে পড়া অর্থাৎ সরব পাঠ মনে রাখার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী। তবে কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে (যেমন ধরো বিজ্ঞান বিভাগ) এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে যেখানে প্রথমে পড়া ভালোভাবে বোঝার জন্য নীরব পাঠ উপযোগী।

তাছাড়া একটানা সরব পাঠের পর কিছুক্ষণ নীরব পাঠের মাধ্যমে যা যা পড়েছ সেগুলো কতটা মনে রাখতে পেরেছ সেটা যাচাই করে নিতে পারো। অনেক সময় সরব পাঠের মতো পারিপার্শ্বিক পরিবেশ না থাকায় আমরা নীরব পাঠে বাধ্য হই। আবার শারীরিক অসুবিধা থাকলে সেক্ষেত্রে নীরব পাঠ ছাড়া উপায় থাকে না। তবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সরব পাঠের মাধ্যমেই পড়ার চেষ্টা করতে পারো এবং একটানা পড়ার মাঝে কিছু সময় বিরতি দিয়ে কোনো বিষয় ভালোভাবে বুঝে নীরব পাঠ মনে রাখতে সাহায্য করে।

প্রস্তুতি

বিষয় : ইতিহাস

উচ্চমাধ্যমিক

বিপুল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
বিভাগীয় প্রধান
ইতিহাস বিভাগ
কালিয়াগঞ্জ কলেজ
উত্তর দিনাজপুর

সবেমাত্র উচ্চমাধ্যমিক শেষ হয়েছে এবং বিভিন্ন কলেজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হবে আগামী মে মাসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহ থেকে। উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, ইতিহাস বিষয়ে ভালো নম্বর পেতে হলে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে ইতিহাস বিষয়ে একটা দারুণ ভীতি কাজ করত। কিন্তু কয়েক বছরের ফলাফল (Result) দেখলে বোঝা যায়, সেই ভীতি অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রীরাই এই বিষয়ে পুরো নম্বর পেয়ে যাচ্ছে, তবে সংখ্যাটা খুবই নগণ্য। তাই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই যদি প্রথম থেকে সঠিক উপায়ে প্রস্তুতি নিতে পারে তাহলে সকলেরই প্রাপ্ত নম্বর ৮০ থেকে ১০০–এর মধ্যে থাকবে বলে আশা করা যায়। তাই আজকের আলোচনার অধিকাংশ বিষয়ই উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই করা হবে। আসলে ইতিহাস এমন একটি বিষয় যেটি প্রথম থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়াশোনা করতে পারলে সারাজীবন তোমরা উপকৃত হবে। উচ্চমাধ্যমিকে ইতিহাসের যা সিলেবাস, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রায় একইরকম সিলেবাস রয়েছে। তাই তোমরা যদি উচ্চমাধ্যমিকে এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করতে পারো তাহলে বিষয়টি উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও যেমন তোমাদের কাছে অনেক সহজবোধ্য মনে হবে তেমনি পরবর্তী ধাপগুলোতেও বিষয়টি তোমাদের অনেক প্রাঞ্জল ও সরল বলে মনে হবে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করি –এমন কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (Competitive Examination) বা চাকুরি সংক্রান্ত পরীক্ষা নেই যেখানে ইতিহাস বিষয় নেই। এক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হল–যে পূর্বের রচনাধর্মী

প্রশ্ন আর সেভাবে থাকছে না। ভারতবর্ষের সর্বস্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থাতেই Multiple Choice Question (MCQ)-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো পরীক্ষাতে পুরো পরীক্ষাই MCQ-এর মাধ্যমেই হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও মোট নম্বরের অর্ধেক নম্বর MCQ থাকছে। সেক্ষেত্রে নম্বর তোলাটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনেক সহজ হয়েছে বলে মনে করি। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, Note ভিত্তিক পড়াশোনার পাট কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে তোমাদের বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। তবে MCQ-এর উত্তর দেওয়া অনেক সহজ হবে বলে মনে হয়। রচনাধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে আরেকটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে অনেকেরই ধারণা থাকে, ইতিহাসে অনেক বেশি পরিমাণে লিখলে বেশি নম্বর (Marks) পাওয়া যায়। কিন্তু ধারণাটি ভুল। কারণ পরিমিত এবং যথাযথ উত্তরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্য দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বর্ণশুদ্ধি, অপরিচ্ছন্নতা এবং অপরিষ্কার হস্তাক্ষরের জন্য নম্বর কেটে নেওয়া হয়। তাই যা চাওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সেই অংশটুকুই পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে হবে। খুব বেশি শব্দে লেখা অপ্রয়োজনীয় ও ধৈর্যের চ্যুতি ঘটায়। ইতিহাস বিষয়ের ক্ষেত্রে সাল, তারিখের প্রতি অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন আবশ্যক।

এবার উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাসে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মূলত ১০০ নম্বরের মধ্যে ২০ নম্বর অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন (Internal Assesment) হিসাবে রাখা হয়। বাকি ৮০ নম্বরের মধ্যে রচনাধর্মী প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, Multiple Choice Question-এর জন্য ২৪ (২৪x১) এবং দু–এককথায় উত্তর দেওয়ার জন্য বরাদ্দ ১৬ (১৬x১)। সুতরাং, এই Sample থেকে বোঝা যায় যে প্রতিদিন আমরা যদি প্রতিটি অধ্যায় (Chapter) এর সঠিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে পারি তাহলে পুরো নম্বর পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। সুতরাং, প্রয়োজন সঠিকভাবে অধ্যয়ন।

উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাসে ভারতবর্ষ ও বিশ্বের ইতিহাস উভয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন–অতীত স্মরণ, ঊনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবাদ (Extent of Colonialism and Imperialism in the nineteenth & twentieth century) ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি ঃ নিয়মিত ও অনিয়মিত সাম্রাজ্য (The nature of the Colonial Dominance : formal and informal Empires), সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Reaction against Imperialistic Hegemony), ঔপনিবেশিক ভারতের শাসন (Rule of Colonial India), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উপনিবেশ সমূহ (Second World War and the Colonies), ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগ, অব–উপনিবেশীকরণ(Decolonisation) এবং নতুন বিশ্ব (The New World)। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরামর্শ দিয়েই আজকের মতো আলোচনা শেষ করতে চাই যে, যদি তোমরা প্রতিটি অধ্যায় ধরে ধরে যত বেশি সংখ্যক Multiple Choice Question এবং এককথায় উত্তর দাও এবং সেগুলি খাতায় যদি প্রতিদিন লিখে রাখতে পারো এবং বারবার বিষয়গুলো নিয়ে রিভাইস করতে পারো তাহলে ইতিহাস বিষয়টি একেবারেই নিজের বলে মনে করতে থাকবে এবং বিষয়টির প্রতি যত্নশীল হয়ে উঠবে।

দশম শ্রেণি ■ জীবনবিজ্ঞান

বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ

পিরাজ কিরণ
শিক্ষক, তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)
আলিপুরদুয়ার

একটি পরিবারে কোনো শিশু জন্মালে আমরা বলি ওকে দেখতে মায়ের মতো, বাবার মতো গায়ের রং, চোখগুলি ঠাকুমার মতো, কপালটা দিদার মতো ইত্যাদি। আবার একই পরিবারের লোকেদের মধ্যে উচ্চতা, চোখের মণির রং, চুলের রং, নাক ইত্যাদি মিল পাওয়া যায়। এগুলি সবই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলির অনেক অমিলও পরিলক্ষিত হয়। যেমন ধরো, তোমরা কেউ কেউ তোমাদের বাবা, মা বা দাদুর মতো দেখতে, কিন্তু পুরোপুরি বা হুবহু একইরকম নও। এই মিল বা মিল বা অমিল কতগুলি নিয়ম ও সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে নির্দিষ্ট রীতির মাধ্যমে জিনে বর্তমান জনিতৃর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী অপত্য জনুতে সঞ্চালিত হয় ও প্রকাশ পায়, তাকে বংশগতি বলে। আজকে আমরা দশম শ্রেণির বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ ভাবমূলর ওপর কিছু প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব।

১। ভেদ বা প্রকরণ কাকে বলে ?

উঃ জিনের মাধ্যমে বা পরিবেশের প্রভাবগত কারণে একই প্রজাতিভুক্ত জীবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তাকে ভেদ বা প্রকরণ বলে।

২। মানব সমাজে প্রাপ্ত দুটি প্রকারণের উদাহরণ দাও।

উঃ রোলার ও নন রোলার জিহ্বা এবং যুক্ত ও মুক্ত কানের লতি।

৩। ভেদ বা প্রকরণ সৃষ্টির কারণগুলি কী কী ?

উঃ প্রকরণ সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি হল –

ক) যৌন জনন ঃ

যৌন জনন গ্যামেট গঠনের মাধ্যমে ঘটে। এই গ্যামেট গঠনের সময় ক্রোমোজমগুলির যথেচ্ছ সমন্বয় ঘটে। এছাড়া পিতৃ–মাতৃ ক্রোমোজমের সমন্বয় ঘটে।

খ) ক্রসিংওভার ঃ

ক্রসিংওভারের ফলে জিনগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে। ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বা Recombinant DNA সৃষ্টি হয়, যা প্রকরণের পথ প্রশস্ত করে।

গ) পরিব্যক্তি বা মিউটেশন ঃ

হঠাৎ ঘটে যাওয়া জিনগত পরিবর্তন, যা সঞ্চারণযোগ্য এবং মিউটেশন নামে পরিচিত, এটি প্রকরণ সৃষ্টির অন্যতম কারিগর।

৪। ইম্যাসকুলেশন বলতে কী বোঝ ?

উঃ উভলিঙ্গ ফুলের পুংকেশর কেটে বাদ দেওয়া বা নষ্ট করার পদ্ধতিকে ইম্যাসকুলেশন বলে।

৫। লিংকেজ কাকে বলে ?

উঃ একই ক্রেমোজোমে অবস্থিত এবং একত্রে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাযুক্ত জিনগুলিকে লিংক্ড জিন বলে। লিংক্ড জিনগুলির ভৌত সংযোগকে লিংকেজ বলে।

৬। অ্যাটাভিজম্ বলতে কী বোঝ ?

উঃ কয়েক প্রজন্ম অপ্রকাশিত থাকার পর কোনো জীবে কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের ঘটনাকে অ্যাটাভিজম বলে। এইপ্রকার বৈশিষ্ট্য সাধারণত প্রচ্ছন্ন জিন দ্বারা সৃষ্টি হয়।

৭। মেন্ডেলের সাফল্য লাভের কারণগুলি কী ছিল ?

উঃ ক) মটরগাছের সাতজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলি আলাদা আলাদা ক্রোমোজোমে অবস্থান করায় লিংকেজ জাতীয় ফলাফল পাওয়া যায়নি। (খ) পরীক্ষার সময় তিনি একটি বা দুটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। (গ) মেন্ডেলের নির্বাচিত প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সহজে শনাক্তকরণযোগ্য এবং যথেষ্ট পার্থক্যযুক্ত ছিল। (ঘ) মটরগাছগুলি বিশুদ্ধ ও স্বপ্রজননক্ষম ছিল। আবার সহজে এদের মধ্যে সংকরায়ন ঘটানো যায়। (ঙ) পরীক্ষার ফলাফল গাণিতিক ধারায় ব্যক্ত করেন।

জানো কি ?

● একটি জিন যখন একাধিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তখন সেই জিনকে প্লিয়ট্রপিক জিন বলে। যেমন সিক্‌লসেল অ্যানিমিয়ার জিন। ● বিখ্যাত রাসায়নবিদ্ জন ডালটন বর্ণান্ধ ছিলেন। ● ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রতি ২৫ জনে ১ জন থ্যালাসেমিয়ার বাহক। ● টেস্টক্রসের দ্বারা জীবের জেনোটাইপ নির্ধারণ করা যায়। ● Drosophilasp নামক ফল মাছিকে সিদ্ভেলা অব জেনেটিক্স বলে।

আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল

বিষয়ঃ– বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তুমি কীভাবে চেষ্টা করবে?

পূর্বালী পাল
নবম শ্রেণি
গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয়
দিনহাটা, কোচবিহার

বন ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক আদানপ্রদানের বন্ধন বেশ সুদৃঢ়। যা উপলব্ধি করে বলা হয়,

'বন্যেরা বনে সুন্দর
শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।'

কিন্তু আধুনিকতার পথে এসে শিথিল হয়ে পড়েছে বন ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে আমাদের আত্মিক সুসম্পর্কের বন্ধন। বন্যেরা বঞ্চিত হচ্ছে বনানীর ছায়াঘন আঁচলের নিশ্চয়তা থেকে। মাতৃ অঙ্ক থেকে বঞ্চিত হওয়া শিশুর রোদন যেমন আমাদের শিহরিত করে তেমনি অরণ্যের অকালপতন ও বন্যপ্রাণীর আশ্রয়হীনতা শোকাতুর করে তোলে প্রকৃতি মাতাকে।

নগরায়ণের কোলাহল আর শুষ্কতার হাহাকারের মাঝে অরণ্যের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে আমি বেশকিছু পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছি।

ক) কেবল অরণ্য সপ্তাহেই নয়, সারাবছরব্যাপী নিয়মিত বৃক্ষরোপণ, গাছের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে আমরা ছাত্রসমাজ ফিরিয়ে দিতে পারি শ্যামলতার স্পন্দন।

খ) মানুষকে সচেতন করব যাতে প্রয়োজনে কেবল পরিণত বৃক্ষচ্ছেদন করা হয় এবং অপরিণত বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করা হয়। একটি গাছ কাটতে হলে যেন কমপক্ষে আরও তিনটি চারাগাছ রোপণ করা হয়।

গ) বনভূমিতে যাতে পশুচারণ নিষিদ্ধ হয় তার জন্য মানুষকে সতর্ক করতে হবে।

ঘ) সভাসমিতি গঠন, বনমহোৎসব পালন, বন্যপ্রাণ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রচারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, রঙিন পোস্টার তৈরি করে বৃহত্তর গণ সচেতনতা গড়ে তোলা যায়।

ঙ) অরণ্য থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে আসা কোনো প্রাণী যাতে জনসাধারণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

চ) অরণ্যের আদিবাসীদের পর্যাপ্ত জ্বালানি, খাদ্যের জোগান দিয়ে তাঁদের সচেতন করতে হবে যাতে তাঁরা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য বৃক্ষচ্ছেদন ও প্রাণীহত্যা বন্ধ করেন।

ছ) জন্মতিথি, বিবাহ অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাশনের মতো শুভ অনুষ্ঠানে পরিচিতদের হাতে রকমারি চারাগাছ উপহার হিসেবে তুলে দিয়ে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল করে তোলা কঠিন নয়।

জ) শিশুদের বন ও বন্যপ্রাণের প্রতি স্নেহশীল করে তুলতে ছোটোদের পত্রিকায় বন ও বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অবক্ষয় সম্পর্কে আকর্ষণীয় কাহিনির অবতারণা করে, শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অভিযান চালিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অরণ্যের প্রতি যত্নশীল ও সচেতন করতে হবে।

সোমনাথ বণিক
দশম শ্রেণি
সোনাউল্লা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

'জীবন সুন্দর হয়, পরিবেশ গুণে,
মানুষ মানুষ হয়, পরিবেশ জ্ঞানে।'

জীবধাত্রী ধরিত্রীর সৃষ্টিশীলতার বিশেষ পরিণতি হল, বিচিত্র সব পশুপক্ষী ও নানা জাতের উদ্ভিদ প্রজাতি। কিন্তু নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন ও প্রাণীহত্যার পরিণামে আজ আমাদের পৃথিবী নানাভাবে ভারসাম্যহীন ও দূষিত। একের পর এক বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হচ্ছে মানুষের লোভের বলি হয়ে। বর্তমানে সম্ভোগ ও কর্তৃত্ব বিস্তারের অদম্য বাসনায় আজ মানুষ সভ্যতাকে এক আতঙ্কজনক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আমি নিম্নলিখিত উপায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করব–

ক) চোরাশিকারি দ্বারা বন্যপ্রাণীকে নির্বিচারে হত্যা করার ফলে সেই প্রজাতিগুলি আস্তে আস্তে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তাই চোরাশিকারিদের সক্রিয়ভাবে ধরতে নিকটবর্তী বন দপ্তরকে প্রাথমিক উদ্যোগ নিতে বলব।

খ) ক্রমবর্ধমান জনবিস্ফোরণ রোধ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রশাসনকে অনুরোধ জানাবো।

গ) সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পে যাতে প্রতিবছর পার্শ্ববর্তী অরণ্যগুলিতে নতুন নতুন গাছ লাগানো হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখব।

ঘ) জনসচেতনতা ছাড়া এই কাজে কিছুতেই সাফল্য পাওয়া যাবে না। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে গিয়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে জনমত গঠন, বিজ্ঞাপন প্রচার, লিফলেট বিলি ও আলোচনা সভার আয়োজন করব।

ঙ) জ্বালানির জন্য অরণ্য নির্ভরতা কমানো, অচিরাচরিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার করতে নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে প্রচার চালাব।

চ) ভূমি ব্যবহার পদ্ধতির ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়টি সমাজের কাছে তুলে ধরব।

ছ) দাবানল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নিকটবর্তী বন দপ্তরগুলিকে উদ্যোগ নিতে বলব।

জ) সমস্ত পতিত জমিগুলিতে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বনসৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বন দপ্তর ও প্রশাসনকে আবেদন জানাব।

ঝ) বন ও বন্যপ্রাণী নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয়ের পন্থা উদ্ভাবনের বিষয়টি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরব।

ঞ) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়িত ও কঠোর প্রয়োগ, সর্বোপরি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সমাজের সকল শ্রেণির সকল স্তরের মানুষের কাছে বিষয়টি তুলে ধরব।

যাদের ভাবনা ও লেখা প্রশংসনীয়

প্রিয়াংকা সাহা
নবম শ্রেণি
মিরজাতপুর নীরোদ বরণী বিদ্যাপীঠ
জেলা–মালদা

সৌমজিৎ পাল
ষষ্ঠ শ্রেণি
শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়
জেলা–দার্জিলিং

মৈত্রী সরকার
দশম শ্রেণি
পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ উচ্চবিদ্যালয়
জেলা–আলিপুরদুয়ার

কেয়া রায়
নবম শ্রেণি
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি
জেলা–দার্জিলিং

বিশ্বদেব রায়
সপ্তম শ্রেণি
শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ
জেলা–দার্জিলিং

পদ্মা বিশ্বাস
দ্বাদশ শ্রেণি
কামাখ্যাগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
জেলা–আলিপুরদুয়ার

এছাড়াও যারা ভালো লেখার চেষ্টা করেছে

শান্তনু দাস, নবম শ্রেণি, ফণীন্দ্রদেব ইন্সটিটিউশন, জলপাইগুড়ি। **শর্মিষ্ঠা সাহা**, নবম শ্রেণি, মালদা। **বিশাল রায়**, একাদশ শ্রেণি, শিলিগুড়ি নীলনলিনী বিদ্যামন্দির, দার্জিলিং। **সৌগত দাস**, বাটাইগোল, বাজারপাড়া। **নীলেশ পাল**, দশম শ্রেণি, মার্গারেট এসএন ইংরেজি স্কুল, দার্জিলিং। **সিয়া সাহা**, নবম শ্রেণি, মালদা। **সৃজা ধর**, দশম শ্রেণি, ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুল, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার। **তনুজারানি মণ্ডল**। **মনীষা মণ্ডল**। **শতদল দেবনাথ**, দশম শ্রেণি, তুফানগঞ্জ, এনএনএম হাইস্কুল, কোচবিহার। **সেলিম আনুয়ার**, একাদশ শ্রেণি, খয়েরবাড়ি বালিহারা উচ্চবিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর। **লাবণী রায়**, অষ্টম শ্রেণি, গধেয়ারকুঠি উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি। **অর্পিতা দে**, দশম শ্রেণি, দেবনগর কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি। **আকাশ সাহা**, অষ্টম শ্রেণি, মিরজাতপুর এন বি বিদ্যাপীঠ, মালদা। **সোমা কর্মকার**, দশম শ্রেণি, ভারতিতারি হাইস্কুল, মালদা। **খুশি চৌধুরি, অর্পিতা সাহা, নেহা খাতুন, লক্ষ্মী সাহা**, নবম শ্রেণি, মিরজাতপুর এন বি বিদ্যাপীঠ, মালদা। **সুপ্রাণা চক্রবর্তী**, অষ্টম শ্রেণি, ভোর অ্যাকাদেমি, জলপাইগুড়ি। **অনির্বাণ রায়**, ষষ্ঠ শ্রেণি, মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল, কোচবিহার। **কৃশ মজুমদার**, অষ্টম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি। **সুদীপ বসাক**, নবম শ্রেণি, ঘোগোমালি হাইস্কুল, শিলিগুড়ি। **সমন্বিতা ঘোষ**, নবম শ্রেণি, সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি। **সোনালি মণ্ডল, কেয়া মণ্ডল**, দশম শ্রেণি, ভারতিতারি হাইস্কুল, মালদা। **মণিতপা সরকার**, নবম শ্রেণি, সুনীতি অ্যাকাদেমি, কোচবিহার। **লজ্জলী সাহা**, দশম শ্রেণি, মিরজাতপুর এন বি বিদ্যাপীঠ, মালদা।

ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের পাঠ্য বিষয়ে অসুবিধা বা প্রস্তুতিজনিত যে কোনো সমস্যার সম্পর্কে জানাতে পারো। সঙ্গে তোমাদের নাম, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলার নাম লিখবে। ***E-mail : porasona.ubs@hotmail.com***